প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মহান ছাত্র

সব্যসাচী সরকার

ত্রেতাযুগের সায়াহ্নে ভগবান রাম জল-সমাধি নেবার আগে তাঁর রাজত্বকে তাঁর তিন ভাই-এর ও নিজের পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এদের মধ্যে শ্রীরাম সবথেকে স্নেহ করতেন ভরতপুত্র তক্ষকে। কুলগুরু বশিষ্ঠ তক্ষকে সর্ব্বোত্তম ছাত্র হিসেবে জানতেন। শ্রীরাম তক্ষকে রাজত্বের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সুদূরে যা আজকাল উজবেকিস্থান নামে খ্যাত, সেই প্রান্তটি যখন দান করলেন বাকী ভাইরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন কারণ সবাই তক্ষকে ঈর্ষা করতেন। তাঁরা সব অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গা যেমন লাহোর, কসুর, কান্দাহার, কৌশল, মগধ, বৈশালী রাজ্যগুলি পেয়ে গেলেন। তক্ষকে একান্তে ডেকে তার জ্যেঠামশাই রাম বললেন, 'বৎস, তোমায় যে জায়গা দিলাম তা তুমি নিজের মত করে তৈরী করে নিতে পারবে আর সে আশা আমার আছে'। তক্ষ তার জ্যেঠামশাই-এর দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

তক্ষ তার রাজ্যের নামকরণ করলেন তক্ষখন্ড। এর অপভ্রংশ তাসকেন্ট এখন উজবেকিস্থানের রাজধানী। এরপর তক্ষ তাঁর রাজধানীর শিলান্যাস যেখানে করলেন তার নামকরণ করলেন তক্ষশীলা, এবং প্রথমেই বশিষ্ঠকে স্মরণ করে এক ভব্য বিদ্যালয় তৈরী আরম্ভ করলেন যা কিছুদিনের মধ্যে সেইসময় বিশ্বের সবদিক থেকে নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি লাভ করলো। অল্পদিনের মধ্যে ৬৪টি বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রেরা পড়ার ও গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৬ বৎসর বয়সে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করলে ৬-৮ বৎসর পাঠক্রম ও গবেষণা শেষে ছাত্রেরা স্নাতক হতেন। তাদের গবেষণার Thesis গুলি আজও কিছু কিছু উপলব্ধ। এই তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় আজ হতে প্রায় ২৭০০ বৎসরের পুরোনো। সেই সময় বেশ কয়েকটি ছাত্র এখানে স্নাতক ও গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বোত্তম পাঁচটি ছাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রকার :

সফল ছাত্রদের মধ্যে প্রথম নাম বিষ্ণুগুপ্ত (Vishnu Gupta)। ইনি Political Science, Economics, Management ও Military Science নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। এর Doctoral Thesis ১৫ part এ লেখা

এবং পুরো সংকলনটির নাম দেওয়া হয় অর্থশাস্ত্র যার Authorship কৌটিল্য নামে হয়। ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে অর্ন্তকলহ তিনি বুঝতে পেরে এক বিশাল অখন্ড ভারতের কল্পনা করেন। সবথেকে disturbed উত্তরাপথে (অধুনা G. T. Road) অথচ প্রাচুর্যে ভরা জায়গাগুলি পাটলিপুত্র, মগধ, বৈশালী হওয়ায় তিনি তক্ষশীলার পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই জায়গাগুলিতে মনোযোগ দেন এবং চাণক্য নামে খ্যাত হন। ভারতীয়দের মধ্যে যে তিনজনকে বিশেষ Management গুরুর স্বীকৃতি দেওয়া হয় তারমধ্যে ইনি তৃতীয়: প্রথম শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় মহাভারতের শকুনি।

দ্বিতীয় সফল ছাত্র বৈদিক ভাষায় শুদ্ধতা বিচার করে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ শুদ্ধ করেন। এই ভাষার অপভ্রংশে যে কথ্য সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়, তাতে পালি জাতীয় ভাষার যথার্থতা সুন্দরভাবে নথিভুক্ত করেন। এই পালি, প্রাকৃত ভাষাগুলির উৎপত্তিস্থল তক্ষশীলার পূর্বপ্রান্তের জনবহুল খুবই উন্নত রাজ্যগুলি যা আমরা আগেই জেনেছি যে নামগুলি পাটলিপুত্র, মগধ ও বৈশালী। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের চর্চা কৌশলরাজ্যের পরেই কম হতে থাকে এবং পালি ও প্রাকৃত ভাষার রূপ নিতে থাকে। এই ভাষা নিয়ে লেখা Thesis এ পাণিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তৃতীয় সফল ছাত্র আয়ুর্বেদকে সহজ করে জনসাধারণকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর Thesis তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত: চরক সংহিতা। তিনি অসাধারণ ডাক্তার ছিলেন এবং রুগীদের শরীরের বৈষম্য নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে ধরতে পারতেন।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সফল ছাত্র ছিলেন এক অসাধারণ শিক্ষক যিনি তাঁর জ্ঞান বিতরণের জন্য কোন আর্থিক সহায়তা দাবী করতেন না। পাটলীপুত্রের এক রাজার তিনটি গন্ডমূর্খ ছেলেকে মানুষ করার ভার ৬ মাসের জন্য পেয়েছিলেন। তাঁর নতুনভাবে তৈরী এই মূর্খদের জন্য Course of Study হিতোপদেশ বলে খ্যাত এবং এই উপদেশগুলি Panchatantra হিসেবে আজও সবাইকে ব্যবহারিক জীবনে করণীয় কী তা শিখতে সাহায্য করে। Vishnu Sharma কে রাজা অভিভূত হয়ে এবং তিনি কোন দান নিতে অস্বীকার করার জন্য তাঁকে ‘পাঠক‘ উপাধি দেন। বিনা দক্ষিণায় বিদ্যাদান যারা করেন তাঁদের পাঠক বলা হয়ে থাকে।

আমার এই তালিকায় শেষ ছাত্রটি একজন শল্য চিকিৎসক নাম Jivak ।ইনি তথাগত বুদ্ধের শল্য

চিকিৎসার দ্বারা তাঁর কষ্ট দূর করেছিলেন। কথিত আছে যে পুরো বৈশালী ও মগধে আম্রপালী নামক এক অতি সুন্দরী মহিলার পাণি গ্রহণের জন্য প্রায় গৃহযুদ্ধ লাগতে গেলে বৈশালীর Parliament আম্রপালীকে 'নগরবধূ' হিসেবে রাজপত্র বের করে এই লড়াই বন্ধ করে দেন। রাজা বিম্বিসার-এর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আম্রপালী বৈশালী ছেড়ে মগধে যাননি। একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে আম্রপালীর মুখ ও শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। Jivak তাঁর Cosmetic Surgery করে তাঁর পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেন। আম্রপালীর গৃহবধূ না হওয়ার দুঃখ এবং রোগগ্রস্ত অবস্থায় আপামর জনতার অবহেলা তাকে তথাগতের দিকে নিয়ে যায়। আম্রপালী তারপর বুদ্ধের স্মরণে এসে ভিক্ষুনীসঙ্ঘের প্রধান হয়ে শেষের জীবন যাপন করেন।

কথিত আছে, যে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ-এর রাজ্যাভিষেক এই তক্ষশীলা নগরীতেই হয়েছিল।

পরিশেষে, অর্ন্তকলহ, হিন্দু - বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব, খাইবার পথ ধরে বারবার নোমাড জাতীয় বহিরাগতদের আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে যায়। এরপর কুষাণ Dynasty তক্ষশীলার রাজপাট দখল করে। কিন্তু প্রায় হাজার বৎসরের গরিমাযুক্ত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

অধুনা প্রায় হাজার বৎসরের পুরনো Oxford একবার শুধু ১২০৯ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যখন দুই গবেষককে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়, ফলে Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। কিন্তু অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বার বার বহিরাগতদের আক্রমণ সহ্য করতে করতে তক্ষশীলার মত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে হয়নি।

লেখকের সংযোজনা : লেখার চরিত্রগুলি সবই সত্য তবে সময়কাল গবেষণা সাপেক্ষ।